দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 11/1/80 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 1 ...

সারাদেশে খাল খননের কাজ এগিয়ে চলেছে

প্রায় সর্বত্রই দেশব্যাপী খাল খনন ও পুনঃখননের কাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে।

খুলনাঃ খুলনা জেলার কয়রা থানার প্রায় এক মাইল দীর্ঘ প্রতাপপুর খাল খননের কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এই খাল খননের ফলে প্রায় পাঁচশত একর জমি পানি সেচের আওতায় আসবে এবং প্রতি বছর প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ফসল ফলানো সম্ভব হবে।

বাগেরহাটঃ বাগেরহাট মহকুমার বড় খাল খননের কাজ দু'একদিনের মধ্যেই শেষ হবে।

উল্লেখ্য যে এ জেলার মোট ৯টি খাল পুনঃখনন প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

পটুয়াখালীঃ পটুয়াখালী জেলার দু'টি মহকুমার তিনটি খাল পুনঃখননের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। পটুয়াখালী থানার লাউকাটি মেকরণ তাতানি খালের প্রায় ২,১০,২০০ ঘনফুট মাটি কাটা সম্পন্ন হয়েছে। এ খাল খননের কাজ সমাপ্ত হলে প্রায় ৪শত একর জমি পানি সেচের মাধ্যমে চাষের আওতায় আসবে এবং ৪৫,২০০ মণ ধান বেশী উৎপন্ন হবে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা।

এ জেলারই খেপুপাড়া থানার ছোট বলিয়াতলী মধুপাড়া খাল পুনঃখনন কাজে এ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ ২ হাজার ঘনফুট মাটি কাটা হয়েছে। এ খালটি দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ মাইল। এর পুনঃখনন কাজ শেষ হলে ৫ শত একর জমি পানি সেচের আওতায় আসবে এবং প্রতি বছর ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৩ শত মণ অতিরিক্ত ধান উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

এ জেলায় ৫ মাইল দীর্ঘ সেনখালী-চরক গাছিয়া খাল পুনঃখননের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এর খনন কাজ সমাপ্ত হলে প্রতি বছর প্রায় ২ হাজার একর জমি পানি সেচের আওতায় আসবে এবং ২০ হাজার মন অতিরিক্ত ধান উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

দিনাজপুরঃ দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও থানাধীন সপলা ছেড় খাল পুনঃখননের কাজ এগিয়ে চলছে। প্রায় ছয় মাইল দৈর্ঘ্য এ খালের কাটা সম্পন্ন হলে প্রায় ৩ হাজার একর জমি সেচের আওতায় আসবে এবং প্রচুর গম ও অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে।

যশোরঃ সম্প্রতি যশোর জেলার তারা ক মধুপাড় থনার দুই গ্রামের বড় খাল পুনঃখনন কাজে প্রায় ৩১ লক্ষ ৫৫ হাজার ঘনফুট মাটি কাটা হয়েছে। এ খালটি খননের কাজ সম্পন্ন হলে ৮ হাজার একর জমি পানি সেচের আওতায় আসবে এবং প্রায় ৯০ হাজার মন অতিরিক্ত ফসল ফলানো সম্ভব হবে। খবর তথ্য বিবরণীর।